রায়পুরের জমিদারবাড়ি

নিমিত দত্ত

"মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬১ সালে পাল্কিতে চলেছেন রায়পুরের জমিদার বাড়ি। কলকাতা থেকে রায়পুর যাবার পথ ছিল ভুবনডাভা, সুরুল, সুপুর পেরিয়ে। সমস্ত পথ গাছে গাছে ছায়া সুশীতল। গাছে পাখির মদুর কূজন; মহর্ষি ভুবনডাভা পর্যন্ত এসে পাল্কি বেহারাদের খানিক বিশ্রাম নিতে বললেন। এ সময় স্থানটির প্রাকৃতিক নির্মল সৌন্দর্য, তপোবন সুলভ ধ্যানমগ্ন পরিবেশ, গাছে গাছে ফুলের সমাহার ও বাতাসে তার সৌরভ সব কিছু মিলিয়ে এক অনিন্দ-সুন্দরের আবির্ভাবে যেন মহর্ষি বিমোহিত আত্মহারা হলেন। পরম ব্রহ্মের কৃপায় মহর্ষি সেখানেই ধ্যানমগ্ন হলেন। সহচর শ্রীকণ্ঠবাবু সুললিত কণ্ঠে উপনিষদের বাণী উচ্চারণ করলেন— "আনন্দরূপমৃতং যদ্ বিভাতি" —তাহার আনন্দরূপ অমৃতময় হয়ে সর্বত্র প্রকাশ পাচ্ছে। সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই মহর্ষির মনে বাসনা জাগলো এমন একটি স্থানই ব্রাহ্মমন্দির রচনার উপযুক্ত স্থান। পরবর্তীকালে রায়পুরে সিংহবংশীয় জমিদারকে সেকথা বলতেই বন্ধুস্থানীয় সেই জমিদার সহাস্যে বিরাট শান্তিনিকেতন অংশ নিষ্কর দান করেন মহর্ষিকে। পরে সেখানেই তিনি ব্রাহ্মমন্দির স্থাপন করলেন ও পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ গড়লেন শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন আশ্রম।" নিজ বাসগৃহে বসে লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহের উত্তরপুরুষ বাদলসিংহ জানালেন এই ইতিবৃত্ত।

রায়পুরের সুখ্যাত জমিদারবাড়ি পৌঁছেছি খানিক আগে। বোলপুর-দুর্গাপুরগামী বাসপথে পরে রায়পুর। এখান থেকে মিনিট দশেকের হাটাপথে পুরানো এই রাজবাড়ি। সামনেই বিশাল নারায়ণ মন্দির। এখন সেবাইত সত্যব্রত চক্রবর্তী; নিত্যসেবা দেন। মন্দিরের পেছনেই প্রায় বিঘা দুয়েক জমি জুড়ে বিস্তৃত রাজবাড়িটি ভগ্নস্তুপের মতন দাঁড়িয়ে। বড় বড় প্রাচীন বট-অশ্বত্থ-বাবলা-নিম এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে চারদিক থেকে সসস্ত্র প্রহরীর মত যেন পাহাড়া দিচ্ছে। গুটি গুটি পায়ে ভেতরে এগোই। চাতাল, থাম, খিলান সর্বত্রই ভাঙনের চিহ্ন খুব স্পষ্ট। বেশিরভার স্থানেই খিলান-ছাদ ধসে পড়েছে। স্মৃতি হিসাবে আছে বিশাল বিশাল থাম। দেওয়াল থেকে চুণ-সুড়কি খসে বিরাট হা করা ইট দেখা যায়— বাদুর-মাকড়সা-পায়রার স্থায়ী আস্তানা গড়ে তুলেছে। অবহেলা আর সময়ের আঘাতে এই ঐতিহ্যমন্ডিত সুন্দর রাজরাড়ি কেবল ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দোতালায় ওঠার সিড়ির কিছুটা ধাপ ভাহাভাঙা। উপরদিক থেকে চারদিক বেশ রহস্যময়— প্রচন্ড রৌদ্রকিরণময় দিনের বেলাতেও বেশ ভুতুড়ে গা ছম্‌ছমে একটা ব্যাপার তৈরি হয়। মাঝখানে ফাঁকা স্থানটি পূর্বে অন্দরমহল ও কুয়ো ছিল? আজ শুধু কিছু জংলী আগাছার সাথেই পিয়ারা, বেল, আম ও নিম গাছের ছড়াছড়ি। দোর্দন্ডপ্রতাপ জমিদার বিশ্বম্ভর সিংহের আমলেই এই জমিদারি-প্রাসাদ নির্মিত হয়। সে সময় তিনটি কাছারি, সুবিশাল অন্দরমহল সিপাই-শান্ত্রী, গোমস্তা, কর্মচারী, পরিবার পরিজন নিয়ে বেশ গম্‌গম্ করত এই প্রাসাদ। আজ সবই শূণ্য— খাঁ-খাঁ, নীরব ইতিহাস যেন বা।

প্রতাপশালী জমিদার বিশ্বম্ভর সিংহের আমলে জমিদারি বিস্তার ছিল ইলামবাজার থেকে

গুসকরা পর্যন্ত। জমিদারির সাথে তাদের ছিল জাহাজের মাস্তুলের পাল-এর জন্য মেটা কাপড় তৈরির একচেটিয়া ব্যবসা। সেই উপলক্ষে জমিদার প্রায় এক হাজার তাঁতি এনে দুবরাজপুরে তাঁতিগ্রামের স্থাপনা করেন। জমিদারের দাপটের নানা কাহিনী আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে। একবার জমিদার পাল্কিতে চলেছেন বর্ধমানের রাজার নিকট খাজনা দিতে। পথের মধ্যে গুসকরার কাছে পালগ্রামে পাল্কিবেহারারা খানিক বিশ্রাম নিচ্ছে। পাশের ক্ষেতে সুন্দর মুলো ফলেছে। বেহারারা বেশ কিছু মুলো তুলে খেয়ে নেয়। তখন ঐ চাষীরা ক্ষেপে গিয়ে নানা গালিগালাজ করতে থাকে। জমিদার সব শুনে ঐ চাষীদের মুলোর দাম দিতে চান। সুযোগ বুঝে চাষীরা এক একটা মুলোর দাম ধরে এক টাকা। সেই দাম তখনকার বাজারমূল্যের প্রায় দশগুণ। জমিদার সেই মুহূর্তে কিছু না বলে হাসিমুখে দাম মিটিয়ে দেন। বর্ধমান পৌঁছে জমিদার রাজার থেকে নগদমূল্যে গুসকরার জমিদারি স্বত্ত ক্রয় করেন। ফিরবার পথে পালগ্রামের মুলো চাষীদের কাছেই পাল্কি দাঁড় করান। চাষীদের ডেকে বলেন, 'দেখ, আজ থেকে আমিই তোমাদের জমিদার। যার যার জমিতে যত মুলো হয়েছে তার এক-একটার মূল্য একটাকা ধরে তার চারভাগের একভাগ জমিদারের প্রাপ্য। ঐ প্রাপ্য রাজস্ব আমার কাছারিতে গিয়ে জমা দিয়ে এসো'। চাষীরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সে যাত্রায় জমিদারের পায়ে ধরে রক্ষা পায়।

রায়পুরের জমিদারদের সাথে ঠাকুরবাড়ির সম্পর্ক ছিল বেশ ঘনিষ্ট। ১৮৬৩ সালের ২/৩ মার্চ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তৎকালীন জমিদার প্রতাপ নারায়ণ সিংহের নিকট মাত্র পাঁচ টাকা জমায় কুড়ি বিঘা জমি শান্তিনিকেতন অঞ্চলে মৌরসী পাট্টা লাভ করেন। পরবর্তীকালে লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ, যিনি ছিলেন বাংলার প্রথম লর্ড, তাঁর সাথে আজীবন রবীন্দ্রনাথের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। সত্যেন্দ্র প্রসন্নের উৎসাহে অনেক বিদেশী জ্ঞানীগুণী মানুষজন শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতায় অংশগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে লর্ড সত্যেন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাতঃ শ্রীকণ্ঠ সিংহ সম্পর্কে বলেছেন—'শ্রীকণ্ঠ সিংহ সদা হাস্যরসিক প্রফুল্ল, গান-পাগলা বৃদ্ধ আর মহর্ষি জ্ঞানগম্ভীর তপোবন-বিলাসী। কিন্তু ফল্গুধারার মত নিরবিচ্ছিন্ন ছিল তাঁদের প্রেমের ধারা। বীরভূমের সম্ভ্রান্ত জমিদারের সংসারের মাঝে থেকেও মুক্ত পুরুষের মত সবল দেব-উন্মাদনা;... মহর্ষিকে আকর্ষণ করেছিল।'

স্থানীয় মানুষের উন্নয়নকল্পে রায়পুরের সিংহবাড়ির অনেক অবদান। সে যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক দিলেন তাঁরা। জমিদারের অর্থানুকূল্যে পাঁচটি বিশাল পুষ্করিনী, সুদীর্ঘ রাজপথ, ক্ষীতিকণ্ঠ স্মৃতি বিদ্যালয়— মাধ্যমিক ও প্রাথমিক, মনমোহিনী চ্যারিটেব্‌ল ডিস্পেন্সারি, বাকুটিয়ার কালীমন্দির, সুখবাজারের দুর্গামন্দির ও গরুর হাট নির্মাণ প্রভৃতিও রায়পুর জমিদারদেরই কীর্তি। বিষন্নমনে বাদল সিংহ জানালেন—'একদা শিক্ষা সংস্কৃতি ঐতিহ্যের কান্ডারী ও ঠাকুরবাড়ির ঘনিষ্ট রায়পুরের জমিদারবাড়ির প্রতি সরকার বা হেরিটেজ কমিটি কারও নজর নেই।' স্থানীয় বাসিন্দা মঙ্গল পালের মতে—"মৃনাল সেনের 'খন্ডহর' ছবি স্যুটিং এর সময় কতদিন ওনারা এখানে থাকলেন। ছবিতে রায়পুরের প্রতি সৌজন্যও প্রকাশ করা হয়। একদিন সৌমিত্র-সুমিত্রার 'দেবদাস' ছবিরও স্যুটিং এখানে হয়েছে। আর আজ এই জমিদারবাড়ি কেবল মাটির সাথে মিশে যাবার জন্যই অপেক্ষা করছে।"